কাছিমের ডিম

নদীর চরায় ঘর। জলে প্রতিদিন তার জাফরান ছায়া কাঁপে।
প্রতিদিন গুছিয়ে নিয়ে শুরু করি চরায় নতুন বসবাস
মাটি খুঁড়ে কাছিমের ডিম খুঁজে পেয়ে ভাবি,
আজ খুব ভালো খাওয়া দাওয়া হবে,
আজ তবে পাত পেড়ে খাওয়া দাওয়া, আজ তবে উৎসবের দিন।
মা ঘাটলায় গিয়ে প্রতিদিন বেচে দিয়ে আসে সেই ডিম।
তারপর ভাত হয়, নুনলঙ্কা কোনদিন আছোলা পিঁয়াজ।
বাবা ঘাটের শীতলা মন্দিরে বসে সন্ধ্যার আরতি সাজায়।

প্রতিদিন ভাবি, ভালো খাওয়া হবে একদিন পাত পেড়ে বসে
লাল ডিম নীল ডিম সাদা আট নয় দশ।
প্রতিদিন বালি খুঁড়ে খুঁড়ে ডিম, প্রতিদিন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ডিম,
প্রতিদিন পৃথিবীর গর্ভ খুঁড়ে ডিম।
মা বলতো, এবার বর্ষায় খুব ঢল হবে, আরও খারাপ দিনকাল,
পৃথিবীর গর্ভে ঢুকে জল সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে যাবে।
বাবা ঘাটের মন্দিরে বসে শনিবারের আরতির ঘন্টা বাজায়।

চরাতে আমন নেই, বোরোও নেই, কার পাকা ধানের মই দিতে গেছি কবে?
তাহলে পাড় ভেঙে মাটি খুঁড়ে ডিম খুঁজে এনে কেন পাতে পাই না?
কোন ডিমের গায়ে নীল রঙ তুঁতের দ্রবণ হয়ে ভেসে যায় জলে?
কোড়াল বলে, কোড়ালি গো বোর বড়ো বান, উঁচু করে বাঁধো ভিটে।
স্বপ্নে দেখি সব ডিম ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর ভর্গৃহময়।

ও চাঁদ বণিকের পালা

ও চাঁদ বণিকের পালা শুনে মাঝরাতের ঘরে ফিরছি আমি
জ্যোৎস্নার ভেতরে চুপিসাড়ে আমাদের ছায়া বড়ো হচ্ছে
মাথার ভেতরে তখনও ছলাৎ ছলাৎ করছে গাঙুরের জল
আর আমি প্যাডেল চেপে বুক ভরে দম নিতে গিয়ে
ভুল করে ডেকে ফেলছি, শুনছো বেহুলা

শিরিষের মাথা থেকে সজনাডালের দিকে ভেসে যাচ্ছে মেঘ
হেঁতালের বনের ভেতর চেরা জিহ্বা মেলে দিলো চ্যাংমুড়ি কানি
মধুকর সাতখানি ডিঙি যদি ডুবে যাচ্ছে কালিন্দির জলে
আমার মাথার ভেতরে কে অলস শয়ান জুড়ে ডাক দিচ্ছে
আমি ফিসফিস সাড়া দিচ্ছি, শুনছো বেহুলা

চারপাশে আর কেউ নেই, শাদা হাওয়া ভেসে যাচ্ছে ধীরে
আলুথালু মাথার ভেতরে গেঁথে আছে নেতা ধোপানির ঘাট
ঠাণ্ডা হাওয়া উড়ে আমি জামার বোতাম টেনে লাগিয়ে নিচ্ছি
ঘরে ফিরে আজ যদি একদানা পান্তা পড়ে নেই, তাও ভালো
আমি আলতো ডাকছি ঘরে ফিরে, শুনছো বেহুলা

খোকন বসু